বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী—নং ১।

শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত।

মৈনা—শ্রীহট্ট হইতে
শ্রীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭ নং ভবনস্থ,

দাস যন্ত্রে,

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ।

গৌরাব্দ ৪১০, বঙ্গাব্দ ১৩০২।

নিবেদন।

শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবন চরিত প্রকাশিত হইল বহুপূর্ব্বে ইহার কিয়দংশ "বৈষ্ণবে" প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাই পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

এ গ্রন্থখানি কখনও প্রকাশিত হইবে, এমন আশা ছিল না। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় সুবিখ্যাত জমীদার, পানিহাটি প্রবাসী, পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে ইহা প্রচারিত হইল আপাততঃ তিনি বৈষ্ণব-চরিত প্রচার করিতে সমুৎসুক এ গ্রন্থখানি তাঁহারই দ্বারা সূত্রপাত করা হইল ভগবান তাঁহার সদভিলাষ পূর্ণ করুন।

এ গ্রন্থে স্বকপোল-কল্পিত কিছু নাই, সমস্তই প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে গোস্বামী জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু আছে, কিছুমাত্র পরিত্যাগ না করিয়া সে সমস্তই ইহাতে একত্রিত করা হইয়াছে।

যাঁহারা মহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের আদেশে তাঁহাদেরই জন্য ইহা লিখিত হইল মহাপ্রভুর সংসৃষ্ট প্রতি কাহিনী তাঁহাদের কাছে অতি উপাদেয় ও প্রত্যক্ষ সত্যবৎ বিশ্বাস্য। ইহাই আমার ভরসা।

ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছু নাই, আমি আদেশ-বাহী ভৃত্য মাত্র।

গ্রন্থস্থ ঘটনা-নিচয় বিশ্বাস্য কি না, তাহার বিচার করি নাই। বিশ্বাস এবং সৌভাগ্য তর্ক হইতে বহু দূরে প্রত্যক্ষানুভূতি—পরীক্ষাসাপেক্ষ বিষয়ে যুক্তি ও অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া হাস্যকর।

২৪শে অগ্রহায়ণ,
১৩০২। } শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী।

সূচী-পত্র।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যা

শ্রীশ্রীযুক্তা কোটীমণি চৌধুরাণী মহাশয়া

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু

জননি !

এ ফুল ভগবানের শ্রীচরণ সমানীত—প্রসাদী।

জগৎ ইহার আদর করিবে কিনা—জানি না।

কিন্তু মা !

আপনি ইহাকে

ভক্তি-বিলাসিত নির্ম্মল হৃদয়ে সযত্নে রাখিবেন জানি।

তাই

বাল্য চাপল্য বশে

চয়ন করিয়া থাকিলেও

এই

ভগবৎ-প্রসাদী অপূর্ব্ব ফুল

ভক্তিভরে

আপনার পবিত্র করে অর্পণ

পূর্ব্বক

নিশ্চিন্ত হইলাম

অধম-সন্তান

শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী।

মৈনা—শ্রীহট্ট

মঙ্গলাচরণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু হে!
সংসার কাননে, বৃশ্চিক দংশনে,
যখন অধীর হই।
হা নাথ বলিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
তোমার শরণ লই॥
স্বার্থপর জনে, দেখা দিবে কেনে?
উচিত বিচার তব
জ্বলিব জ্বলিব, ব্যথিত হইব,
জীয়ন্তে মরিয়া রব॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নাথ হে!
তোমায় আমায়, নিঃস্বার্থের ভাব,
স্থাপিয়াছ তুমি আগে।
পাপী নরাধম, ভুলিয়া গিয়াছি,
ডাকি না ত অনুরাগে?
তার প্রতিফল, দাও ভগবান!
মস্তক পাতিয়া লব
স্বার্থপর জনে, দয়া অনুচিত,
কোন্ মুখে দয়া চাব?
নিতান্তই যদি, করুণা করিবে,
এই সে প্রার্থনা মোর
বিপদে সম্পদে, করুণা,—ও নাম,
না পাশরি যেন তোর॥
অভাগা—পামর, এ বৈষ্ণব দাস, তুমি যে করুণা-নিধি।
তব নাম সঙ্গে, সদায় সঙ্গতি, পুরাও বিধির বিধি।

শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত।

শুভ-সম্মিলন।

একটি নবীন গৌরকান্তি সন্ন্যাসী, সুদীর্ঘ সুবলিত শরীর, প্রতি অঙ্গ অমানুষিক প্রভায় প্রদীপ্ত, আপন ভাবে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। কোন দিকে দৃকপাত নাই, নয়নে অবিরল ধারা বহিতেছে, আর মুখে কেবল এই একটি কথা, যথা—

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাং
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং ॥"

উচ্চারিত শব্দগুলি কখন স্পষ্ট, কখন বা অস্পষ্ট ভাবে শুনা যাইতেছে

এ নবীন উদাসীন কোথায় যাইতেছেন? কাঁহার অন্বেষণে ফিরিতেছেন? সন্ন্যাসী অতি দ্রুতগতি চলিয়াছেন; সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের হস্তে করঙ্গ কৌপীনাদি ব্রাহ্মণ বহু দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন, প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও উদাসীনের সঙ্গে চলিতে পারিতেছেন না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শকাব্দা ১৪৩৩, মাস আষাঢ়। তখন সন্ন্যাসী কাবেরী তীরস্থ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন সন্ন্যাসী কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া পথ দিয়া

যাইতেছেন; যে তাঁহাকে দেখিতেছে, সেই ব্যক্তিই আপন কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতেছে।

একপ মত্তসিংহস্মিব গতি, এরূপ অননুভূতপূর্ব্ব প্রেম, এবং ঈদৃশ ভুবন ভুলান রূপ যে দেখিতেছে, সেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতেছে শুধু তা নয় যে একবার দেখে, তাহারই মন প্রাণ কি এক অচিন্ত্য শক্তিবলে সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আর তাহারাও গ্রহ-গ্রস্তের ন্যায় এরূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করে সন্ন্যাসীর দর্শন প্রভাব ঈদৃশ

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের দেবতা রঙ্গনাথ। তত্রত্য কাবেরী নাম্নী নদীতে স্নানান্তর সন্ন্যাসী রঙ্গনাথের সম্মুখে প্রেমাবেশে নর্ত্তন, কীর্ত্তন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সে অপূর্ব্ব ভাব বিলোকনে উপস্থিত জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত ও হতবুদ্ধির প্রায় হইল। তিনি যখনই সেখানে যাইতেন, তখনই সেই সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইত, আর লোকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তিনি প্রেমানন্দেই বিভোর—বাহ্য জ্ঞান শূন্যপ্রায় থাকিতেন, কাহারও দিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করিতেন না, কিন্তু দর্শকেরা সেই অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ, নর্ত্তন, ও ক্রন্দনাদি দর্শনে বিহ্বল হইয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিত। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেও তাহাই হইল

রঙ্গক্ষেত্রস্থ বলগুণ্ডী গ্রামবাসী মধুর-প্রকৃতি একটি ব্রাহ্মণ অতি আগ্রহ সহকারে সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিল; ব্রাহ্মণের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেই হইল বাড়ী পৌঁছিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া বসিতে দিলেন, ও স্বয়ং জল আনিয়া সন্ন্যাসীর পদ প্রক্ষালন করিলেন, পরে পরম ভক্তিভরে সপরিবারে সেই জল পান করিলেন

ব্রাহ্মণের একটি মাত্র বালক, বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র দেখিতে পরম সুন্দর স্বর্ণ বিনিন্দিত বর্ণ; নয়ন ভ্রূ নাসা সকলই সুন্দর, সকলই লাবণ্যমাখা। কিন্তু সবার উপরে বালবদনে যে প্রতিভার প্রভা প্রদীপ্ত হইতেছিল তাহাতে তাহার রূপরাশি আরও নির্ম্মল, আরও উজ্জ্বল রূপে দীপ্তি পাইতেছিল

বালক নিকটেই ছিল, বাড়ীতে জন-সমাগম দৃষ্টে দৌড়িয়া আসিল বালক সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইল, কোন কথাই কহিল না। ক্রমে বালক-দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, অবশেষে এ কি? সেই অবুঝ একাদশ বর্ষীয় বালকটী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সন্ন্যাসীর চরণতলে পতিত হইল, আর তিনি তাহাকে কোলে করিলেন এ বালকটী কে? বোধ হয় আর বলিতে হইবে না যে, এই বালকই ভাগ্যবান গোপাল ভট্ট, আর নবীন উদাসীন অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে আপন বাড়ীতেই গৌর গোপাল ভট্টের শুভ-সম্মিলন হয়।

"কোন ভক্ত আসিয়া, মিলয়ে প্রভু সনে।
কোন ভক্তে প্রভু গিয়া, মিলে ভক্ত স্থানে"

—ভক্তিরত্নাকর।

গোপাল বালক, প্রভুর স্থানে গিয়া মিলিবার তাঁহার সম্ভাবনা নাই, অতএব করুণার সূক্ষ্ম আকর্ষণে করুণাময়কেই আনিয়া মিলাইল, আর সেই হইতেই বালকের বালত্ব ঘুচিয়া গেল।

প্রকৃষ্ট-পরিচয়।

এই যে গোপাল ভট্ট ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কট ভট্ট বেঙ্কট শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গৃহস্থ শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার গৃহে বর্ষার চারি মাস অতিবাহিত করেন চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে—

"শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল, করিয়া সম্মান
নিজ ঘরে লঞা কৈল পদ প্রক্ষালন
সেই জল সবংশেতে, করিল ভক্ষণ
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস আসি প্রভু হৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি, রহ মোর ঘরে
কৃষ্ণ-কথা কহি, কৃপায় নিস্তার আমারে॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু, কৃষ্ণ কথা রসে।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইলা, সুখে চারি মাসে"

চৈতন্য-চরিতামৃতে গোপাল ভট্টের সংবাদ নাই তাহার কারণ, গৌরভক্তগণ নিস্পৃহ—তাঁহাদের কেহই নাম বা যশের প্রত্যাশী নহেন, সম্মান বা যশকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। চরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা গ্রহণ করেন গোপাল ভট্টের নিকট আজ্ঞা ভিক্ষার্থ গমন করিলে তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন বটে কিন্তু গ্রন্থের ভিতর স্বীয় নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন ভয়—পাছে প্রশংসা হইয়া পড়ে এই জন্যই কবিরাজ চরিতামৃতে গোপাল ভট্টের নাম উল্লেখ করেন নাই, এই জন্যই তৎসম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই অবগত হইতে পারি।

কিবা জানু, জঙ্ঘ যুগ, চরণ ললাম।
পরিধেয় বসন ভূষণ, অনুপাম॥
তিলে তিলে গোপালের বাড়িয়ে সৌন্দর্য্য।
দেখিয়া অদ্ভুত তেজ, কেবা ধরে ধৈর্য্য

—ভক্তিরত্নাকর

গোপাল রূপে গুণে তুল্য, তিনি কেননা সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিবেন? যদিও গোপাল শিশুকালে অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন, তথাপি পাঠে কখনও অবহেলা করিতেন না, গোপালের একটি অদ্ভুত কার্য্যে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, তিনি অভাবিত অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন ব্যাকরণ যেন তাঁহার পূর্ব্বাধীত, দৃষ্টি মাত্রেই অভ্যস্থ হইয়া যাইত কাযেই অধিক সময় ব্যাপিয়া তাঁহাকে পাঠ অভ্যাসে ব্যাপৃত থাকিতে হইত না, তাই তিনি খেলায় নিযুক্ত থাকিতেন সে খেলাও নূতন প্রণালীর ছিল, দেবতার পূজা এবং মহোৎসবাদিই সে খেলার অঙ্গ।

উপনয়নের পরই পিতার সহিত তিনি নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখিয়া বালক ভক্তিরসে আপ্লুত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়েন তখন সেই সুন্দর বালকের ভাব দেখিয়া সকল লোক অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—'এই বালকটী অসাধারণ, ইঁহা দ্বারা ভক্তি-পথ প্রশস্ত হইবে"

সমাশ্বাসন।

"বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাত্মজং।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে"

এই গোপাল অতি অদ্ভুত বস্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাপ্রভুর দর্শন মাত্র তিনি তদীয় চরণ-তলে নিপতিত হন ইহার পর, যখন মহাপ্রভুর শ্রীচরণোদক পান করিলেন, তখন তাঁহার প্রতি অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, লোমাবলী সজারুকণ্টকবৎ উর্দ্ধোত্থিত হইল, এবং তিনি অপূর্ব্ব ভাবে বিভাবিত ও সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন প্রভুর প্রতি এতাদৃশ ভক্তি ও অনুরাগ দর্শনে বেঙ্কটভট্ট আনন্দিত হইতেন ও পুত্রকে প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করিলেন গোপালও পরমানন্দে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন

"নিজ গৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথ পাইয়া
পিতার আজ্ঞায় সেবে, মহাতুষ্ট হইয়া।"

ভক্তিরত্নাকর

এইরূপে পরমানন্দে কিছু দিন গত হইল একদা গোপালের মনে বড়ই দুঃখ হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আমি বড় দুর্ভাগা! প্রভু কেন আমাকে এই দূরদেশে জন্মাইলেন? আমাকে তাঁহার সন্ন্যাস বেশই দেখিতে হইল। আমি তদীয় জন-মন মোহন সেই সুললিত নাগর বেশ দেখিতে পাইলাম না তাঁহার বিচিত্র নবদ্বীপ বিহারে বঞ্চিত হইলাম প্রভুর এ বেশ অতি বিষম—অরুন্তুদ, এ বেশ আমার মনে বিষম বাজিতেছে"

সেই একাদশ বর্ষীয় বালক এইরূপ ভাবিল ভাবিয়া অবিরল ধারে রোদন করিতে লাগিল দুঃখে গোপালভট্টের শরীর

অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভূমে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সান্ত্বনার আর কোন উপায় রহিল না ভক্ত বিষাদে ম্রিয়মান, ভক্ত-বৎসল কি আর বসিয়া থাকিতে পারেন? কখনই না।

অকস্মাৎ নিদ্রা অবসন্ন গোপালকে আকর্ষণ করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন তখন গোপাল স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, প্রভু নবদ্বীপে; সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভুবন-মোহন গৌরকান্তিতে দিক প্রভাসিত, জন প্রাণী উন্মাদিত, এবং সমস্ত জগৎ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে সে মাধুরীতে জগৎ মুগ্ধ।

গোপাল শ্রীবাসাঙ্গনে অদ্ভুত নৃত্য গীত প্রত্যক্ষ করিলেন; নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস গদাধর প্রভৃতির অপূর্ব্ব বিলাস দর্শন করিলেন। গোপালের প্রতি সকলেরই মহা প্রীতি।

নিত্যানন্দ প্রেমে ঢলঢলায়মান। তিনি গোপালকে কোলে করিলেন, আর অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল নিদ্রা ভঙ্গে গোপাল অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন যে নির্ম্মল প্রেম-সাগরে তিনি ভাসিতে ছিলেন নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গেল, গোপাল মহা ক্ষোভিত হইলেন।

সে অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন প্রত্যক্ষবৎ তখনও তাঁহার মনে লাগিয়া রহিয়াছে। গৌরাঙ্গের সে রূপ সে অদ্ভুত বেশ তিনি ভুলেন নাই কিন্তু সুখ স্বপ্ন কেন এত শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল? সে যদিও স্বপ্ন বই নহে, তথাপি গোপাল তাহারই প্রার্থী তাহা এত শীঘ্র কেন বিদূরিত হইল? কেন সেই পীযূষময় প্রাণাকর্ষি নদীয়-বিলাস আরও কতক্ষণ প্রত্যক্ষ করিল না? গোপাল বড় মন্দ ভাগ্য।

গোপাল এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, আর একা থাকিতে পারেন না; শান্তি লাভের জন্য তাই ত্বরিত-পদে প্রভুর নিকট চলিলেন। অন্তর্যামী ভগবান এ সমস্তই জানেন। ব্যথিত হইয়া গোপাল তাঁহার কাছে আসিতেছে, ইহাও তাঁহার অগোচর নহে গোপাল প্রভুর নিকট গেলেন মুখে কোন কথ নাই চরণে পড়িয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভক্তের দুঃখে দুঃখিত ও তাঁহার ভাবে মোহিত হইলেন; এবং তাঁহাকে সুস্থির করণাভিলাষে সেইক্ষণে মনমোহন শ্যামরূপ ধারণ করিলেন।

গোপাল ভট্ট সম্মুখে নব জলধর-বর্ণ, বনমালাধারী, বংশী বদন, শ্যামসুন্দর দরশনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই শ্যামলাভা ছিন্ন স্বর্ণ-বর্ণে পরিণত হইল। গোপাল বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, এ সেই ভুবনমোহন স্নিগ্ধজ্যোতি প্রভাসিত গৌরকান্তি প্রভুর সুচিক্কণ চূর্ণ চাঁচর পৃষ্ঠে লুটিতেছে আকর্ণ বিস্তারিত ভ্রূ পদ্মপত্র বিনিন্দিত লোচন, তাহাতে সতী-ধর্ম্ম-হারি প্রশান্ত দৃষ্টি। গোপাল আত্মহারা হইলেন তৎপরে দেখেন, সেই নাগরেশ্বর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছেন, সে ভঙ্গি হৃদিস্পৃক্ প্রভু দাঁড়াইয়া; তদীয় ত্রিকচ্ছ বসনই বা কি সুন্দর! তৎপরিধান-পরিপাটিই বা কি অনুপম তাহাতে আবার প্রভু বিবিধ মনোজ্ঞ ভূষণে বিভূষিত হইয়াছেন কর্ণে কর্ণিকার শোভিতেছে; গলে মালতীর মালা দুলিতেছে। এ অবস্থায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রভু তাঁহার প্রতি সুমধুর হাস্য হাসিলেন।

বালকের প্রাণে আর কত সহে এ সুখে এ অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপারে গোপাল জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন।

তখন আদর কান্না। প্রভু গোপালের গায় হাত বুলাইতে লাগি-লেন, অমনি তাঁহার চেতনা হইল গোপাল চাহিয়া দেখেন, প্রভুর পূর্ব্ব রূপ আর নাই; সেই ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এখন তিনি সেই মহিমান্বিত সন্ন্যাসী শিরোমণি

প্রভু তাঁহাকে ভূতল হইতে তুলিলেন নানা কথায় সান্ত্বনা ও কোলে করিয়া অত্যন্ত আদর করিতে লাগিলেন প্রভুর এই আদরে গোপাল বিগলিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন প্রভুর এই আদরে গোপাল বিগলিত হইয়া, অবশেষে মূর্চ্ছিতবৎ হইয়া রহিলেন

গোপাল, আমার প্রভো! তুমি ধন্য! প্রভুর গণে এরূপ সৌভাগ্য আর কয় জন পাইয়াছেন? তুমি প্রভুর কোলে, এ দৃশ্য বড়ই মনোরম। তাই কথিত হইয়াছে—

আহা মরি কিবা শোভা!
প্রভুর কোলেতে, গোপাল বিরাজে,
জগজন মনোলোভা।
আমার গৌরাঙ্গ, দয়ার সাগর,
এই সে তাঁহার রীতি
প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, দয়া করে সবে,
যে করে তাঁহারে প্রীতি।
সরল বালক, গোপালের প্রেমে,
বিগলিত গোরা রায়
স্নেহাশ্রু বরষি, কোলে করি তাঁরে,
ধীরে তাঁর পানে চায়

সে স্নিগ্ধ চাহনি, কি মাধুরী তার,
জগত বিমুগ্ধ যাতে।
শ্রীগোপাল ভট্ট, পবিত্রপ্ত হৈলা,
প্রভুর সে দৃষ্টি হৈতে
তাই বলে এই শ্রীবৈষ্ণব দাস,
ধন্য হে গোপাল তুমি।
প্রভুর কোলে ত, তোমার মাধুরী,
সদা হেরি যেন আমি॥

"ইষ্ট-গোষ্ঠী।"

শ্রীমহাপ্রভু বেঙ্কটালয়ে চারি মাস বাস করায় তাহা পবিত্র তীর্থে পরিণত হইল সেখানে প্রতিদিনই আনন্দ উৎসব, প্রতিদিনই সেখানে—

"লক্ষ লক্ষ লোক আইসে, নানাদেশ হৈতে
সবে কৃষ্ণ নাম কহে, প্রভুকে দেখিতে॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল, লোকে চমৎকার॥"
—চৈতন্য-চরিতামৃত

ভক্তের একটী প্রধান অঙ্গ সেবা যাঁহাকে ভালবাসা যায়, তাঁহাকে যে কোন প্রকারে সুখী করিতে পারিলেই যেন সুখ হয়, তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য যে কোন প্রকারেই হউক, সেবা করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাই প্রীতি, ভক্তি, প্রেম, বা যাহা বল রঙ্গক্ষেত্রের

সবভক্তগণ প্রভুকে "ভিক্ষা দান" (ভোজন) রূপ সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল।

চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

'শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে, যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন, সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে, চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা দিতে না পাইল "

যাঁহাকে ভালবাসা যায়, হৃদয়ের মর্ম্ম-কথা তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে চিত্ত স্বতই প্রধাবিত হয়; মতের ঐক্য বা অনৈক্যই ঘটুক, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলেই যেন তৃপ্তি এই জন্যই মহাপ্রভু সঙ্গে ভট্টের "নিরন্তর কৃষ্ণকথা রঙ্গ" হইত। বেঙ্কট ভট্টের মহাপ্রভুর প্রতি দাস্যাশ্রিত সখ্য-ভাব প্রভুর সহিত হাস্য পরিহাস সহকারে তিনি এই সেবা করিতে লাগিলেন

বেঙ্কট ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক। তাঁহার মনে এই একটী অভিমান যে, লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—চরম উপাসনা। প্রভু, ভক্ত-হৃদয়ে কেন এই অভিমান মালিন্য রাখিবেন? একদা বেঙ্কট ভট্টকে তিনি সম্বোধন পূর্ব্বক পরিহাস সহকারে বলিলেন—

"শাস্ত্র দেখিতে পাই, লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভার্থ কামনা করিয়াছিলেন লক্ষ্মী পতিব্রতা-শিরোমণি, আমার শ্রীকৃষ্ণ গোপ মাত্র. লক্ষ্মীর এরূপ মতিভ্রমের (অর্থাৎ তৎপ্রতি আশক্তির) কারণ কি?"

ভট্ট বলিলেন—"শাস্ত্র বলেন, নারায়ণ এবং কৃষ্ণ অভেদ তত্ত্ব, তবে লীলা-বৈচিত্রে, এবং বৈদগ্ধ্যাদি ও প্রেম-রসের আতিশয্য হেতু

লক্ষ্মীর তৎসঙ্গ স্পৃহা জন্মিলে তাহা দোষণীয় বলা যায় না, কৃষ্ণ-স্পর্শে লক্ষ্মীর পাতিব্রাত্য নাশের আশঙ্কা নাই; কৃষ্ণ ও নারায়ণ এক—অভেদ।"

প্রভু বলিলেন—"সত্য বটে, কৃষ্ণ-স্পর্শে দোষ সম্ভাবনা নাই। তবে শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, বহু সাধনা করিয়াও লক্ষ্মী দেবী রাস-বিলাসী কৃষ্ণের সেবাধিকার পান নাই, কিন্তু শ্রুতি-কন্যাগণ ঐ অধিকার লাভ করিয়াছিল ইহার কারণ কি?"

ভট্ট উত্তর করিলেন "ভগবানের লীলা অতি গভীর, ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, আমি ইহার কি বুঝিব?"

প্রভু বলিলেন "ভক্তি দ্বিবিধা, ঐশ্বর্য্যমিশ্রা এবং কেবলা। মাধুর্য্যময় কেবলা-রতির আদর্শস্থল এক মাত্র ব্রজ। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রসের সঙ্কোচতা করে। কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন সখ্য রসের উপাসক কিন্তু কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দর্শনে কৃষ্ণে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "সখেতি মত্বা" ইত্যাদি দেবকী বসুদেবেরও কৃষ্ণ প্রতি এইরূপ ভগবৎ জ্ঞানের উদয় হওয়ায় একদা তাঁহাদের চিরাচরিত বাৎসল্য রস সঙ্কোচিত হয় এমন কি, শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে রুক্মিণী দেবীর মনে, কৃষ্ণকে জগৎপতি জ্ঞান হওয়ায়, তিনি অধীরা এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবৎ পড়িয়াছিলেন বৃন্দাবনে এইরূপ দৃষ্টান্তের নিতান্ত অভাব শ্রীদামাদি কখনও কৃষ্ণকে সখা বই অন্য কিছু ভাবেন নাই, তাঁহার লোকাতীত কোন কার্য্য দেখিলে ভাবিতেন—"সখা বুঝি কোন বিদ্যা জানে, বিদ্যা প্রভাবে এরূপ করিতে পারিয়াছে।" বিশ্বরূপ দর্শনেও কৃষ্ণ প্রতি যশোদার

পুত্র বুদ্ধি যায় নাই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেও গোপীগণ তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মনে ঐশ্বর্য্য ভাবের লেশও ছিল না। অতএব মধুর-কৃষ্ণ—রসময়-কৃষ্ণ পাইতে হইলে, সেই ব্রজ জনের ভাবেই তাঁহার উপাসনা আবশ্যক "ভাবে লাভ"—যে, যে ভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে, তিনি সেইরূপেই তাহার লব্ধব্য হন সেইরূপেই তাহার কাছে আইসেন। অতএব ইহা সত্য কথা যে,—

"ব্রজ লোকের ভাবে, যেই করয়ে ভজন
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"

শ্রুতিকন্যাগণ ব্রজগোপীগণের অনুগত হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের ভাবানুসারে কৃষ্ণোপাসনা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা রাস সেবার অধিকারী লক্ষ্মীর কৃষ্ণপ্রতি ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি ছিল, কৃষ্ণকে ভগবান ব্যতীত তিনি কখন গোপ নায়ক ভাবিতে পারেন নাই কাজেই তিনি রাস-রস প্রাপ্ত হন নাই রাস-রসাস্বাদী কৃষ্ণ গোপ, কৃষ্ণের গোপ লীলায়ই রাস প্রকাশিত হইয়াছিল; অতএব রাসের সহায় গোপী। কৃষ্ণ গোপ, গোপী ব্যতীত অন্য রমণী কেন চাহিবেন? রাস-রসিক কৃষ্ণ সুমধুর, কেবল মধুর উপাসনা ব্যতীত কেন তিনি লভ্য হইবেন? অতএব মাধুর্য্যময় কেবলা রতি ব্যতীত ঐশ্বর্য্য মিশ্রা ভক্তিতে নিখিল রসামৃত সিন্ধুকে পাওয়া যায় না; অতএব লক্ষ্মীদেবী রসিকশেখরকে পান নাই"

এত দূর পর্য্যন্ত বলা হইলেই ভট্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপাসনাই চরম নহে

প্রভু বলিতে লাগিলেন—

"পূর্ণে অংশ বিদ্যমান; অংশ সমস্তের সমষ্টিই পূর্ণ। "এতে

চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং” এই শাস্ত্রোক্তি অনুসারে কৃষ্ণই পরিপূর্ণ, নারায়ণাদি অংশ,—কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। অতএব পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণে লক্ষ্মীর মন অপহৃত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু পূর্ণতমের উপাসক গোপীজনের মন নারায়ণ হরণ করিতে পারেন না, যেহেতু তিনি পূর্ণতম রসিক-শেখর নহেন একদা শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরণ করিলে গোপীগণ কৃষ্ণেরই অন্বেষণ করিয়াছিলেন, নারায়ণের ভজনা করেন নাই, শাস্ত্রে এ কথা পাওয়া যায়”

প্রভুর কথা ভট্ট অতি যথার্থ যুক্তিযুক্ত এবং শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার চির'ভ্যস্ত উপাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার গর্ব্ব তিরোহিত হইল, কিন্তু মনে বড় দুঃখ জন্মিল। আপনার চিরাভ্যস্ত উপাসনা কিরূপে ত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিয়াই দুঃখিত হইলেন

প্রভু ভট্টের মন বুঝিলেন, তাঁহার গর্ব্বরূপ মালিন্য দূরীভূত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলেন।

প্রভু ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না, ভট্টের দুঃখও তাঁহার প্রাণে অসহ্য হইল তাই পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—

“ভট্ট! দুঃখিত হইতেছ কেন? শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শুন —নারায়ণ এবং কৃষ্ণ যেমন অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীও তদ্রূপই এক তত্ত্ব। ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ জ্ঞান করিতে নাই, ভেদ জ্ঞানে অপরাধ ঘটে। তাহাতে বহু ঈশ্বরবাদ রূপ অপমত আসিয়া পড়ে; বস্তুতঃ ভক্তের ভাবানুরূপই প্রাপ্তি ঘটে। শাস্ত্র বলেন—

“মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদত্তথাচ্যুতঃ ॥”

এই কথা শুনিয়াই,—

"ভট্ট কহে—কাহাঁ আমি জীব পামর
কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা, কিছুই না জানি
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি মানি।
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল, লক্ষ্মী নারায়ণ
তাঁর কৃপায় পাইনু, তোমার চরণ দর্শন।
কৃপা করি কহিলে মোরে, কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ গুণৈশ্বর্য্যের, কেহ না পায় সীমা॥
ইবে সে জানিনু কৃষ্ণ ভক্তি সর্ব্বোপরি
কৃতার্থ করিলে মোরে, কহিলে কৃপা করি॥
এত বলি ভট্ট পড়িলা, প্রভুর চরণে
কৃপা করি প্রভু তাঁরে, কৈল আলিঙ্গনে"

—চরিতামৃত।

প্রভু ও ভট্টে এইরূপ কথাই প্রায় হইত, এইরূপ প্রসঙ্গেই উভয়ে হাস্য করিতেন গোপাল কাছে থাকিয়া তাহা শুনিতেন।

ভাবক-বিপ্র।

রঙ্গক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির নামে একটী সরল ব্রাহ্মণের সহিত প্রভুর বিশেষ প্রীতি হয় এই ব্রাহ্মণ প্রতি দিন দেবালয়ে গিয়া গীতা পাঠ করিতেন বিদ্যা বেশী ছিল না, শ্লোক শুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; সুন্দররূপে বুঝিতেনও না। তাঁহার অশুদ্ধ গীতা পাঠ শুনিয়া লোকে বিদ্রূপ করিত, লোকের বিদ্রূপে তাঁহার

ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তিনি অশুদ্ধ রূপে গীতা পড়িতেন বটে, কিন্তু পাঠ কালে কাঁদিয়া আকুলিত হইতেন; তাঁহার শরীরে নানাবিধ সাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত হইত

প্রভু এই সংবাদ শুনিয়া অতি আনন্দিত হইলেন ও সেই বিপ্রকে এক দিন তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন—

"বিপ্র কহে—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, প্রভু আজ্ঞা মানি
অর্জ্জুনের রথে, কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে, যেন শ্যামল সুন্দর
অর্জ্জুনেরে কহিলেন, হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর, আনন্দ আবেশ।
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ, না ছাড়ে মোর মন"

—চরিতামৃত

প্রভু কহিলেন—"তুমি ধন্য তোমারই গীতা পাঠ প্রকৃত গীতা পাঠে তোমারই অধিকার; তুমিই গীতার সার অর্থ অবগত। গীতা শাস্ত্র নির্ম্মল স্বতই সদর্থ-প্রকাশক তথাপি মায়ামুগ্ধ জন কুকল্পনার সাহায্যে সহজার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক কত বিকৃত অর্থই প্রকাশ করে; এ সকল লোক আত্ম-বঞ্চক তুমি বলিতেছ, তুমি কিছু বুঝ না, কিন্তু আমি বলি বিদ্যা গর্ব্বিত সেই মুগ্ধ ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান তোমার কাছে অতি হেয়।"

এই বলিয়াই প্রেম-বিহ্বল চিত্তে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে গেলেন—

"প্রভু বলে—কৃষ্ণে তুমি, পাও দরশন।
তবে মোরে দয়া করি, দেহ আলিঙ্গন
তোমার সমান সাধু কভু দেখি নাই।
তোমায় ভজিলে, কৃষ্ণ দেখিবারে পাই।'
—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন

"ব্রাহ্মণ প্রভুর প্রতি এক দৃষ্টে চায় "—ঐ

ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া অবধি স্তম্ভিত, এক দৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন তাঁহার মন সরল—নির্ম্মল তাহাতে সত্যের ছায়াই পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন "উনি অন্য কেহ নহেন আমার সেই অর্জ্জুনের সারথি আমায় ভুলাইতে আসিয়াছেন " সরল ব্রাহ্মণ আর কথা গোপনে রাখিতে পারিলেন না বলিলেন—

"তোমা দেখি তাহ হৈতে, দ্বিগুণ সুখ হয়
সেই কৃষ্ণ হেন তুমি, মোর মনে লয়॥"
'বিপ্র বলে—তুমিই কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলা।
এত বলি পদযুগে সাপটি ধরিলা "—ঐ।

বিপ্র কৃতার্থ হইলেন, গীতা পাঠের ফল এত দিনে তাঁহার ফলিল, তিনি প্রত্যহ দেবালয়ে আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া যাইতে লাগিলেন, প্রভুর কৃপায় তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল; ব্রাহ্মণ একটী প্রধান মহান্তরূপে পরিগণিত হইলেন।

এই ব্রাহ্মণটী গোপালকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে লাগিলেন; শেষে এই ব্রাহ্মণই গোপালের প্রতি কার্য্যে

সাহায্যকারীরূপে উপস্থিত ও ভক্তি-প্রচার কার্য্যে গোপালের অনুসঙ্গে এমিতেন

এই যে সরল ব্রাহ্মণটি, উঁনি কি গুণে মহা প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইলেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার একটী উত্তর দিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তে তাঁর মন, হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব, জানি না সকল"

কিন্তু প্রভুর এত কৃপা তিনি কি গুণে আকর্ষণ করিলেন? আমরা অনেক সময় বিদ্যার গৌরব করি, এ ব্রাহ্মণের বিদ্যা ছিল না, এ ব্রাহ্মণের মনে সম্মানাভিমানও কিছু মাত্র ছিল না, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত, কিন্তু তিনি মহা প্রভুর কৃপা পাইলেন।

বিদ্যা গৌরব, মান সম্ভ্রম, ধন মাহাত্ম্যে ভগবৎ-কৃপা বা ভক্ত-করুণা মিলে না, এ সকল তাহা হইতে বহু দূরে ও সরলতার উপরই তাহা সংন্যস্ত; এই সারল্য বলেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইল

এই জন্যই চৈতন্যভাগবৎ-কর্ত্তা বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

"বিদ্যা, ধন, অভিমানে, কৃষ্ণ নাহি পাই
কেবল ভক্তির বশ, চৈতন্য গোঁসাঞি॥"

ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করিতে হইলে দম্ভাভিমান পরিত্যাগ করা আবশ্যক, দৈন্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য, এবং ভক্তি-বল আয়োজন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিদায়-বার্ত্তা।

চারি মাস অতীত প্রায়, এক দিন প্রভু বেঙ্কট ভট্টকে কহিলেন—'আমার একটী কথা আছে। আমার গোপালকে তুমি উত্তমরূপে শাস্ত্র শিক্ষা দিবে, কিন্তু বিবাহ দিবে না।

"গোপাল ভট্ট, তোমার এই যে কুমার
মোর অতি কৃপা হয়, ইহার উপর।
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিবা নাহি দিবে. ইহা কহিল তোমারে "

—প্রেম বিলাস

· বেঙ্কট বুঝিতে পারিলেন না এ আদেশের মর্ম্ম কি? কিন্তু যাহাই হউক, ইহাই গোপালের পক্ষে শুভ, প্রভুর আদেশ পাইয়া তাঁহার এ জ্ঞান জন্মিল, তিনি কোন কথা না বলিয়াই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন।

খুল্লতাত প্রবোধানন্দের প্রতি, সেই দিনই অন্য আদেশ হইল, তাঁহাকে বলিলেন—

"একবার বৃন্দাবনে পাঠাবে ইহারে "—ঐ

প্রভুর সহিত বহু দিন একত্র বাস করিয়া ভট্ট পরিবারের হৃদয় দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। প্রভু যে কি বস্তু, তাহা জানিতে তাঁহাদের আর বাকি ছিল না বেঙ্কট ভট্টের পূর্ব্বোক্ত কথাতেই পাঠক তাহা জানিতে পারিয়াছেন ভক্তের নিকট—তাঁহার নিজ জনের নিকট, ভক্তবৎসলের কিছুই গোপন নাই; গোপাল ভট্টকে একদা স্বইচ্ছায় তিনি আপন রসময় মাধুরী দেখিয়াছিলেন, এ সংবাদও পাঠক পাইয়াছেন বস্তুতঃ

ইহাঁদের কাছে তাঁহার কিছু মাত্র গোপন ছিল না; এমন কি, প্রভুর মনের কথাও কোন কোন সময়ে তাঁহাদের চিত্তে প্রতিফলিত হইত এই জন্যই ক্ষুদ্র বালকটীও মনোমত সেবার অধিকারী হইয়াছিল

কর্ণানন্দে লিখিত আছে—

"মহাপ্রভুর মনোরথ, মনেত জানিয়া
না বলিয়া করে কর্ম্ম, আনন্দিত হইয়া"

এক দিন মহাপ্রভু শয়ন করিয়া আছেন, গোপাল ভট্ট চরণ-সেবা করিতেছেন, উভয়ে নানা কথা হইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোপালের বালত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল সুতরাং নানা ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি পরমানন্দে প্রভুর সেবায় ব্যাপৃত আছেন। তখন অন্যান্য কথার পর প্রভু বলিলেন—

"কত দিন পিতামাতার, করিয়া সেবন
পশ্চাতে তুমি তবে, যাবে বৃন্দাবন
বৃন্দাবনে শ্রীরূপ, সনাতনের সঙ্গে
সেখানে পাইবে সুখ, পরম আনন্দে"

—কর্ণানন্দ।

আর একটী অদ্ভুত কথা কহিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বার্ত্তা স্মরণ করিয়া, গোপাল ভট্ট শেষে কত আনন্দই উপভোগ করিয়াছিলেন। প্রভুর সেই কথাটীই শেষে গোপাল ভট্টের সান্ত্বনার একমাত্র উপায় হইয়াছিল প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"গৌড় হইতে আসিবে এক ব্রাহ্মণ-কুমার
নিশ্চয় জানিহ তিহোঁ, শক্তি যে আমার

বিরহে দুঃখিত মনে, গৌর অদর্শনে
অল্প বয়সে তিহোঁ, আসিবে বৃন্দাবনে
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে ”

—কর্ণানন্দ

শ্রীরূপ সনাতনের নাম শুনিয়াই গোপালের চিত্ত তাঁহাদের প্রতি আশক্ত হইল, যেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার বহু দিনের পরিচয়, যেন তিনি নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর সন্ধান পাইলেন। ব্রাহ্মণ-বালকটীকেও তাঁহার নিতান্ত স্নেহের—নিতান্ত আদরের বস্তু বলিয়া মনে হইল ; কিন্তু মোটে তিনি প্রভুর এইরূপ কথায় আনন্দিত হইতে পারিলেন না। ইহা যেন কেমন কেমন কথা, ইহা যেন বিদায়ের পূর্ব্ব কথা, মনে এইরূপ বিচার করিতে করিতে তিনি মোহ প্রাপ্তের ন্যায়, প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না প্রভু একটু ঈষদ্ধাস্য মাত্র করিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

দুঃখের দিন যায় না—মুহূর্ত্তকে মাসবৎ প্রতীয়মান হয়, সুখের দিন কি প্রকারে ফুরাইয়া যায়, তাহা উপলব্ধি হয় না। কার্ত্তিক মাস আগতপ্রায়, দেখিতে দেখিতে চারি মাস অতীত হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে প্রভুর বিদায়ের দিন সমাগত হইল—পরে প্রভু বিদায় হইলেন ইহাতে বেঙ্কট ভট্টের পরিবারে যে কিরূপ শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—তাহা বলা যায় না বেঙ্কটালয়ে সকলেই ভূমে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রভুর বিচ্ছেদে গোপাল ভট্ট কিরূপ হইলেন, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই।

সে যাহা হৌক, প্রভু গমন করিলে পর ভট্ট-তনয়,

প্রভুর মনোগত সম্পাদন করিতে লাগিলেন এখন ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও গৌরাঙ্গ-মহিমা প্রচারই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম—মুখ্য ধর্ম্ম হইল।

তৈলঙ্গ প্রদেশের লোক অধিকাংশই মায়াবাদী, বৌদ্ধ। বালক গোপাল অদ্ভুত শক্তি সহকারে মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন একটী ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে বিচারে মহা মহা পণ্ডিতগণও পরাস্ত হইতে লাগিলেন দেখিয়া সমস্ত লোক গোপালের সুখ্যাতি করিতে লাগিল আবার কেহ কেহ কহিতে লাগিল, "গোপালের এ পাণ্ডিত্য উপযুক্তই হইয়াছে হবে না কেন? ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রবোধানন্দ সরস্বতী যাঁহার গুরু, তাঁহার এরূপ পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মভাব হওয়াই সঙ্গত"

শ্রীমদ্গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ সরস্বতী ইহা তিনি "হরিভক্তি বিলাসের" প্রথমেই (স্বয়ং) লিখিয়াছেন। যথা—

"ভক্তের্বিলাসাং শ্চিনুতে প্রবোধা,
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য
গোপাল ভট্টো রঘুনাথ দাসং,
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ"

এইরূপে গোপাল দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন প্রভুর ইচ্ছায় ইহাতেই তিনি সুখ পাইতেন, ইহাতেই তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি জন্মিত।

ব্রজ-বাস।

১৪৩৩ শকে প্রভু, রঙ্গক্ষেত্রের বেলগুণ্ডী গ্রামে, বেঙ্কট ভট্টের গৃহে বর্ষা চারি মাস বাস করেন ইহার পর ২০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; গোপালের বয়স এখন ৩১ বৎসর এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পিতামাতা স্বধাম যাত্রা করিয়াছেন এত দিন দক্ষিণ দেশে প্রভুর কার্য্য গোপাল প্রকৃষ্টরূপেই করিয়াছেন দক্ষিণ দেশ ভক্তিবাদী দক্ষিণ দেশে গোপালের কার্য্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, গোপালের যত্নবলে দক্ষিণ দেশ ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ে প্রভুর আদেশ প্রবোধানন্দের স্মরণ হইল, গোপালকে তিনি তাহা জানাইলেন ও বৃন্দাবন গমনের অনুমতি দিলেন *

এই সময়ে যুগপৎ আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভবিষ্য জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভক্তি-পথ স্থায়ী করণার্থ জ্ঞান-প্রধান মত ব্যাখ্যা করেন অদ্বৈত প্রভু জানেন যে, এই ভক্তি-কণ্টক দূরীকরণার্থ মহাপ্রভুকে অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে; এবং তিনি চেষ্টা করিলেই ভক্তিমত স্থায়ী হয়

অদ্বৈত প্রভুর এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছিল এই জ্ঞান ব্যাখ্যা খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্তিমত ও গোস্বামীকৃত গ্রন্থগুলি প্রচারার্থ (মহাপ্রভুর প্রেমাবতার স্বরূপ) শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হয়। শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট ইঁহারই গুরু, গোপাল ভট্ট ইঁহাকেই স্বীয় দীর্ঘ-সাধন-ফল প্রত্যর্পণ করেন বাল্যকালে প্রভু কোলে লইয়া যে শক্তি তাঁহাকে প্রদান করেন, তাহা এই শ্রীনিবাসেই সঞ্চারিত

---

*প্রবোধানন্দ তখন বৃন্দাবনে। তবে পত্রদ্বারা অবশ্যই গোপালকে অনুমতি ও আহ্বান করিয়া থাকিবেন

হইয়াছিল তাহাতেই শ্রীনিবাস জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন, সমস্ত বঙ্গদেশ প্রেম রসে ডুবাইয়াছিলেন

এই জ্ঞান-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যথা নীলাচল এবং গৌড়ে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে, যখন প্রভু, স্বরূপ, রামরায়, ও সার্ব্বভৌমাদি ভক্তদের সহিত অদ্বৈতের জ্ঞান-ব্যাখ্যা খণ্ডনের পরামর্শ করিতে-ছিলেন, তখনই গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তখন ১৪৫৩ শকাব্দা। বৃন্দাবনে গোপাল ভট্ট রূপসনাতন কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন তাঁহারা তাঁহাকে ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন শ্রীরূপের সহিত তাঁহার পরম সখ্য সম্পাদিত হইল, উভয়ে পরম প্রীতিতে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

অতএব কর্ণানন্দ বলেন—

"শ্রীভট্ট গোসাঞি যবে, বৃন্দাবনে গেলা।
শ্রীরূপ সনাতনের, সঙ্গেই রহিলা "

ঐ গ্রন্থেরই স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে,—

"এ তিনেতে তিলমাত্র, ভেদ বুদ্ধি যাঁর
সেই অপরাধে তাঁর, নাহিক নিস্তার "

এইরূপ রঘুনাথ দাসাদি সকলেই ভট্ট গোস্বামীকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। এই সংবাদটি যথাকালে নীলাচলে পৌহঁছিল, তখন শ্রীমহাপ্রভু—

"বৃন্দাবনে গোপালের গমন শুনিয়া
আনন্দ হইল বড়, ভক্তগণ লইয়া॥
শুন শুন স্বরূপ, রামানন্দ, সমাচার।
গোপাল ভট্টের আগমন, বৃন্দাবনে আর॥

ভট্টের মহিমা, প্রভু অনেক কহিলা।
সবে প্রভুর মুখে শুনি, আনন্দ হইলা॥"
—প্রেমবিলাস।

প্রভুর যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, ইহাতেই তাহা বুঝা যাইতেছে তদনন্তর মহাপ্রভু ভট্টকে উপহার (কৃপানিদর্শন) স্বরূপ ডোরকৌপীন বসিবার আসন পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু অপরাপর ভক্তোত্তমদিগকেও ঐরূপ প্রসাদ দিয়া কৃপা করিয়া ছিলেন গোপাল ভট্ট সর্ব্ব শেষে বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন প্রভুর এই আসন ও ডোর ভিন্ন আর কিছুই দিবার ছিল না। যথা—"সবে ডোর আছে মোর, বসিতে আসন " সুতরাং এই প্রসাদই ভট্ট পাইলেন।

প্রভুর স্বহস্ত লিখিত এক খানি পত্র সহ ডোরকৌপীন ও আসন বৃন্দাবনে, সনাতন সদনে পৌঁছিল। শ্রীরূপ গোস্বামীও তখন সেই খানেই ছিলেন, প্রভুর পত্র প্রাপ্তে এবং আসন ও ডোর দৃষ্টে দুই ভাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পরে অনেক যত্নে তাঁহাদের মূর্চ্ছা অপগত হইলে দুই জন, দুই দ্রব্য অতি আদরে হৃদয়ে ধরিয়া গোপাল ভট্টের বাসায় চলিলেন। প্রেমবিলাস বলেন, সনাতন গোপাল ভট্টকে আসন ডোরাদি দিলেন। যথা—

"দিলেন আসন ডোর, দণ্ডবৎ করি।
পত্র পড়ি শুনাইলা, প্রেমের মাধুরী।
পত্রের গৌরব শুনি, মূর্চ্ছিত হইলা।
আসন বুকে করি, ভট্ট কান্দিতে লাগিলা
যত্ন করি শ্রীরূপ করান কিছু স্থির।
সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর "

সনাতন প্রভুর আদেশ ভট্টকে বুঝাইয়া দিলেন। "আমার এই বস্ত্র পরাইয়া তাঁহাকে পীঠে বসাইবে ■ সম্মানিত করিবে" কিন্তু গোপাল ভট্ট প্রভুর প্রসাদকে 'পূজ্য স্বরূপে" ব্যবহার করিতে মনস্থ করিলেন।

নিত্যসিদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানের কোন লীলাই গোপনে থাকে না সেই স্থানে, প্রভুর এই লীলার রহস্যটী যখন উদ্ভিন্ন হইল, তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, প্রভুর প্রকট লীলার ইহাই শেষ সংবাদ, তখন সকলেই যদিচ অনিশ্চিত—বিষম বিরহে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন, সেই মূর্চ্ছা অপনোদিত হইবার নহে। তখন ভগবদিচ্ছায় কিন্তু তাঁহাদের শোক অনেক পরিমাণে দূর হইল, তখন মূর্চ্ছাবস্থায় প্রভু তাঁহাদের প্রত্যেককে সান্ত্বনা করিলেন গোপাল ভট্টকে বলিলেন—"গোপাল! তুমি আমার বিরহে মরিতে চাহিতেছ, কিন্তু তোমার দ্বারা আমি অনেকটী কার্য্য করাইব তোমাকে উত্তর দেশে যাইতে হইবে, তথায় তুমি ব্রজ-রস বিস্তার করিবে। তোমার "রাধারমণ" বিগ্রহ দর্শনে বহু লোক নিস্তার পাইবে. তোমার শিষ্য দ্বারাই গৌড়দেশে আমার ধর্ম্মমত বিস্তৃত ও রক্ষিত হইবে পূর্ব্বে যে কথা তোমায় বলিয়াছিলাম তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?" এই প্রকারে প্রত্যেক ভক্তই প্রভু কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইলেন ও প্রভুর স্বতন্ত্র ইচ্ছা বুঝিয়া আত্ম সম্বরণ করিলেন। গোপাল ভট্ট তখন গোস্বামীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব?
আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব?"

"প্রভু আজ্ঞা বলবতী"—শ্রীরূপ কহিলা।
তখন—গলে ডোর করি ভট্ট, আসনে বসিলা ॥
—প্রেমবিলাস

ইহাতেই গোপাল ভট্টের গণ বলিয়া থাকেন—প্রভুর শেষ গদি তাঁহারাই পাইয়াছেন

গোপাল ভট্টই প্রভুর গদির শেষ অধিকারী।

প্রেমবিলাস বলেন, সেই হইতে গোপাল ভট্টের এই একটী নিয়ম হইল যে, গলে ডোর বাঁধিয়া প্রভু প্রদত্ত পীঠে উপবেশন পূর্ব্বক তিনি নিয়ত উপাসনা করিতেন

এই হইতেই গোপাল ভট্ট, গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব সমাজে "গোস্বামী" বলিয়া পরিগৃহীত হইলেন

গ্রন্থ-সঙ্কলন।

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল ভট্ট গোস্বামী বাস করিতে লাগিলেন অনন্তর কিছু দিনান্তে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, একখানি বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রণয়ন করেন। তখনও বৈষ্ণবদের ব্যবস্থা-গ্রন্থ রীতিমত সংগৃহীত হয় নাই মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে সনাতন গোস্বামী তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে পর্য্যন্ত তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া উঠে নাই। সনাতন গোস্বামী গোপালভট্টের এই মনোগত কথা অবগত হইয়া স্বীয় "সংগ্রহ" বিস্তারিত, বিবর্দ্ধিত ও বিশেষরূপে বর্ণন করণার্থ তৎকরে সমর্পণ করিলেন। ইহাই "হরিভক্তি বিলাস" গ্রন্থের মূল এই সংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া গোপাল ভট্ট আনন্দাশ্রু-কম্পে

তাহ পরিবর্দ্ধিত করেন তিনি শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক ইহাতে বহুল প্রমাণ যোজিত করিয়া ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন তাঁহার (নিজ কৃত) একটী শ্লোকে এই আভাস আছে, যথা হরিভক্তি বিলাসে—

'শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ
সংগৃহ্নাত্যাকর ব্রাতাদজ্ঞো রত্নাবলীমবং

ইতিপূর্ব্বে "ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে" এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই শ্লোকটিও একথার প্রমাণ আপনার অতি যত্নের হরি ভক্তি-বিলাসের টীকাটি স্বয়ং সনাতন গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন, সেই টীকার প্রথমেই তিনি গোপাল ভট্টকে গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন হরিভক্তি বিলাসের প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তি সংজ্ঞা এইরূপ,—"ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তি-বিলাসে অমুকনামা অমুকবিলাসঃ।"

এতদ্ভিন্ন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গ্রন্থগণের মধ্যে কৃষ্ণকর্ণামৃতের সরস রসাত্মক টীকাই প্রধান

গোপাল ভট্টের বঙ্গ ভাষায় বিরচিত দুইটি পদ পাওয়া যায় গোপাল ভট্ট বাঙ্গালী নহেন। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বঙ্গভাষায় প্রতি অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি ছিল, তখন একজন তৈলঙ্গী বিপ্র, প্রেমের কোমল ভাষায় প্রেম-গীতি রচনা করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। গোস্বামীগণ কখনই বাঙ্গালা ভাষার অনাদর করেন নাই বাঙ্গাল ভাষা আর বাঙ্গালীর আদর্শপুরুষ শ্রীমহাপ্রভুই বাঙ্গালী বৈষ্ণববৃন্দের প্রাণ

যাহা হউক, গোপাল ভট্ট বিরচিত রসালসোচিত, তূণক ছন্দের সঙ্গীতটি এই,—

"দেখরে সখি! কঞ্জনয়ন, কুঞ্জমে বিরাজ হে
বামেতে কিশোরী গোরি, অলসে অঙ্গ অতি বিভোরি,
হেরি শ্যাম বয়ন চন্দ, মন্দ মন্দ হাস হে ॥
অঙ্গে অঙ্গে বাহে জোড়, পুছত বাত অতি নিবিড়,
প্রেম তরঙ্গে চমকি পড়ত, কণ্ঠল মধুপ সঙ্গহে।
সারী শুক পিকু করত গান, ভওরা ভাওরী ধরত তান,
শুনি ধ্বনি উঠি বৈঠত, চোর চপল জাগহে
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ, বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি ভুলল মন আপহে ॥"

গোপাল ভট্ট বিরচিত সায়ংলীলোচিত দ্বিতীয় সঙ্গীতটি এই খানেই দেওয়া গেল,—

'বৃষভানু নন্দিনী, তৈসন মোহন, বৈঠত লাগি বাসি।
পান খাওত,
পীক পীয়কে চমকত
বদনে জৈছন যাবক শশী।
মধুরিম হাস,
বসন ঝাঁপি শোহত,
মেহ জৈছহ বিজুরি সোহই।
কণ্ঠহি দোলত,
মোতিম হার,
কনক মুকুরে জৈছ, তারক রোপো ॥
সাঁও রচিত উন,
তৈসা গোপন, কনমারে আঁখি।

যুথে যু

মথ ঝুল

গোপাল ভট্ট, ইথে সাখি।"

তদ্রচিত কলহান্তরিতা ভাবের তৃতীয় পদটি এই—

"সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ ভৈগেয়, পূর্ণ বিধুমুখ তূর্ণ নিরসন,
নয়ন পঙ্কজ নীরে ভৈগেয়, হিয়াকো অম্বর গো।
মান ভেল তুয়া প্রাণ গ্রাহক, নৈবে কি উপে থম্ব,
রসিক নায়ক যোভেল সোভেল, অবহুঁ অবোধিনী আপন সম্বর গো।
হিত কহিতে অহিত মানসী, সুহৃদ জনে তুহুঁ বৈরী মানসী,
অতয়ে দেখি শুনি নীরবে রহি, নাহি উত্তর দিজিয়ে গো।
যতহুঁ মান মাহা কোপ উপজত, ততহুঁ কোপ কিয়ে করিতে সমুদিত
যবহুঁ পায়ে পড়ল তহুঁ, অত সে জনে তাহে কি ত্যজিয়ে গো।
ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি, কানুক বদন নিতান্ত না হেরলি,
গোপাল ভট্ট ভনয়ে, ভামিনী পিরীতি টুটল গে ॥" *

* শেষোক্ত পদ দুইটীর যে বঙ্গভাষার সহিত অল্পই সম্বন্ধ, তাহা এই বলা বাহুল্য তবে মহাজনগণ কর্ত্তৃক এই দুইটীও ধৃত হইয়াছে — সুতরাং প্রাচীন রত্ন দুটী যেমন আকারে পাইলাম, পাঠকদিগকে ই সাদরে দিলাম পরিবর্ত্তন বা শোধন করিবার আমার অধিকার সাধ্যও নাই, একথা আর বলিতে হইবে না।

শিষ্য সংগ্রহ।

১৪৫৬ শকে গোপাল ভট্ট গোস্বামী উত্তর দেশে যাত্রা করেন। উত্তর দেশে দেববন নামে একটী স্থান আছে সেখানে "গৌড় ব্রাহ্মণ" নামে শ্রোত্রীয় কুলের ব্রাহ্মণগণ বাস করেন কথিত আছে, রাজা জন্মেজয়ের সর্পসত্রে গৌড়দেশ হইতে যে ব্রাহ্মণগণ তথায় গমন করেন, এই "গৌড় ব্রাহ্মণ" তাহাদেরই বংশ-শাখা। এই বংশে মাধবমিশ্র নামে এক বিপ্র ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম গোপীনাথ। গোপীনাথ কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন, কিন্তু এ পর্যান্ত দীক্ষিত হন নাই গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আগমন সংবাদে তিনি পরমানন্দিত হইলেন ও তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এই গোপীনাথ উত্তর ভারতে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করেন, ইহা হইতেই সে দেশ উদ্ধার হয়

ভক্ত বৎসল।

গোপাল ভট্ট উত্তর প্রদেশ হইতে আইসা কালে গণ্ডকী হইতে একটী শালগ্রাম চক্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন শ্রীচক্রের নাম দামোদর রাসোৎসবে রাধাকান্ত শ্রীরাধাকে লইয়া পরমানন্দে যেখানে ছিলেন ও শ্রীরাধার অভিমান দূরীভূত করিবার জন্য অন্তর্হিত হন, ভাবদৃষ্টে সেই স্থলেই গোপাল ভট্টের কুটীর ছিল; শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুমতিক্রমে সেই স্থানেই দামোদর স্থাপিত হন

একদা এক ধনবান্ মহাজন বৃন্দাবনে আসিয়া প্রত্যেক দেবতাকেই নানারূপ বস্ত্র অলঙ্কারাদি সমর্পণ করিলেন গোপাল ভট্টের ঠাকুরকেও দিলেন। ভট্ট এই সুন্দর অলঙ্কারাদি আপন প্রিয়তমকে (ঠাকুরকে) পরাইতে না পারিয়া, অতি বিষাদিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। যথা—

"অপূর্ব্ব গহনা বস্ত্র, দেখিয়া গোসাঞি
উদ্দীপন হইয়া, পড়িল মুরছাই॥
পুনঃ উঠি ভাবে মনে হেন পরিচ্ছদ।
ঠাকুরের পরাণ হেতু, মনে হয় খেদ।
শালগ্রাম আমার যে, যদ্যপি ইহার।
প্রকাশ হইত, অবয়ব পদ কর
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত॥"

—ভক্তমালা।

বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে ভগবানের ভক্ত বৎসলতা ভাবিতে পাষাণ-চিত্তও দ্রবীভূত হয় মূঢ় মনও চমকিয়া যায়, পাঠক বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না, রাত্রি প্রভাতে ব্রজবাসী সর্ব্ব সাধারণে দেখিতে পাইল যে, সেই শালগ্রাম চক্র আর নাই; সেই শালগ্রাম চক্র হইতে মন বিমোহন অপূর্ব্ব মাধুরী প্রকটিত হইয়াছে সকলেই দেখিল—সে চিত্তোন্মাদক মূর্ত্তি—

"ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, মুরলী বদন।
সুচিক্কণ অঙ্গ, রূপে ভুবন-মোহন"—ঐ।

এই চিত্ত-চমৎকারী নয়ন-রঞ্জন শুভ্র সুশোভন দর্শনে গোপাল ভট্ট আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেলেন। গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়া-

ছেন—"দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হইল " গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আনন্দ আর ততোধিক।

১৪৬৪ শকের বৈশাখী পূর্ণিমাতে এই অদ্ভুত ভক্ত বাৎসল্য ব্যক্ত হয় এই সংবাদ তখনই বৃন্দাবনে ব্যাপ্ত হইল, অপরাপর গোস্বামীবৃন্দ গোপালের গোফায় আগমন করিলেন সকলে গোপালের সৌভাগ্য প্রশংসা করিয়া, সে দিনই সেখানে একটী মহোৎসব করিলেন।

রাসোৎসবে শ্রীমতী সসৌভাগ্যে অভিমানিনী হইয়া ছিলেন, দর্পহারী ভগবান্ অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার অভিমান দূর করেন। শ্রীমতী কৃষ্ণাদর্শনে ব্যথিতা হইয়া "হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যে বিলাপ করেন এই লীলা যে স্থানে ঘটে, গোপাল ভট্টের কুটীর সেইখানে ছিল, পূর্ব্বে [redacted] গিয়াছে। গোস্বামীগণ এই জন্যই, শালগ্রামোত্থিত নব বিগ্রহের নাম, (শ্রীরাধা হা রমণ' বলিয়াছিলেন বলে) "রাধারমণ" রাখিলেন। রাধারমণ বিগ্রহ সমাণ্য প্রমাণে ষোড়শাঙ্গুল উচ্চ।

এই রাধারমণই ভক্ত-মহিমা প্রচারের জন্য লীলাছলে শালগ্রাম হইতে প্রকাশিত হন। ইহাতে ভগবানের বড়ই আনন্দ জগতে এইরূপে ভক্ত দ্বারা কত আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত ভক্ত মাহাত্ম্য ও ভক্তি-ফল দর্শাইয়া থাকেন ইহা (জন্যই তিনি একবার স্ফটিক স্তম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন দেখাইবার জন্যই সে দিন উদয়পুরের রূপচতুর্ভুজ মূর্ত্তির মস্তকের কেশ শুভ্র ও তদুৎপাটনে রক্তপাত হইয়াছিল ইহার জন্যই ইন্দুরেখার শিলা "শিললি" জলে ভাসিয়াছিল এরূপ কত বলিব। এখন ভাবিয়া দেখুন—গোপাল ভট্টের প্রণয়-মহিমা কিদৃশ, আর

এই রাধারমণের লীলাই বা কি চমৎকার এই জন্যই কথিত হইয়াছে—

"শ্রীরাধারমণ ভট্টগোপালের প্রাণ।
তাহা বিনা, শয়নে স্বপনে নাই আন"

ইহাতেই প্রাচীন কবি গাইয়াছেন—"রাধারমণৈকজীবনম্"
শ্রীরাধারমণ বৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ সপ্ত বিগ্রহের মধ্যে এক জন
প তিনি পূর্ব্ব স্থ' ' বিরাজিত রহিয়াছেন। গোপাল ভট্ট,
শিষ্য ভগুদাস পূজারিকে ইহার সেবা ভার অর্পণ করেন,
দৌহিত্রবংশীয়গণ অদ্যাপি রাধারমণের সেবাধ্যক্ষ।

দুইয়ে এক -অভেদ।

লে ভট্ট গোস্বামী প্রাণপণে পরিপাটিরূপে আপন সেবা করিতে লাগিলেন রাধারমণের সেবা করিতে বসিলেই শ্রীমহাপ্রভুকে তাঁহার মনে পড়িত, বাড়ীতে যে ভাবে যে প্রকারে প্রভুর সেবা করিতেন, তাহা মনে উদিত হইত, আর বিরহে ব্যথিত ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন। এইরূপ প্রতি নিয়তই হইত, প্রতিদিনই গোপাল ভট্ট—

"বিহ্বল হইয়া ভাসে, নেত্রের ধারায়
ঘন ঘন শ্রীরাধারমণ, পানে চায়"—ভক্তি-রত্নাকর।

সাধকের ভক্তি যখন শেষ সীমায় পৌঁছে ভগবানকে তখন বিচলিত হইতেই হয়, যদি ভক্ত নিষ্কাম ও একান্ত উপাসক হন, তবে দায়ে ঠেকিয়া ভগবানকে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেই,

হয় এই জন্যই আমরা ভক্ত সম্বন্ধে নানাবিধ আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের সংবাদ শুনিতে পাই। সর্ব্বশক্তিমান এবং ভক্ত-বৎসলের এ সকল অতি প্রাকৃত কাণ্ডে অবিশ্বাসের হেতু কি আছে?

ভগবান ভক্তের অধীন, রাধারমণ গোপালের প্রেমাধীন গোপালের দুঃখ দূর করিবার জন্য তখন একটী কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইল তাঁহার ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে গোপাল দেখিতে পাইলেন, তাঁহার রাধারমণ মূর্ত্তি আর নাই তৎস্থানে তাঁহার অভীষ্ট চিত্তোন্মাদক অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশিত, সূর্য্যালোক প্রভাসিত, শোণ কুসুমবৎ প্রদীপ্ত গৌরকান্তি দর্শনে গোপাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"গোপালের প্রেমাধীন, শ্রীরাধারমণ
শ্রীগৌর সুন্দরমূর্ত্তি, হৈলা ততক্ষণ
নবীন বয়স, বেশ ভুবন মাতায়
মুরছে মদন, কোটী রূপের ছটায়।
শোভা নিরখিতে, হিয়া আনন্দে উথলে।
কি দেখিনু বলিয়া, পড়য়ে মহীতলে
বিপুল পুলক, আঁখি জলে ভাসি যায়
শ্রীরাধারমণ, গোরাচাঁদ গুণ গায়॥
শ্রীগোপালভট্টের, যে অভিলাষ মনে।
শ্রীরাধারমণ পূর্ণ করে, ক্ষণে ক্ষণে॥
জগতে বিদিত, অতি নিরুপম রীতি
শ্রীরাধারমণ, গোপালের প্রাণপতি"

শ্রীরাধারমণ গোস্বামীকে দেখাইলেন যে, তাঁহাতে ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুতে কোন বিভেদ নাই প্রণয়ী যে ইহা না জানিতেন, তাহা নহে; তবে এই প্রকার দর্শনে তাঁহার মন সুশান্ত হইল, তিনি প্রাণে বড় আরাম পাইলেন। ভগবান কোন প্রকারেই ভক্তকে অসুখে রাখেন না

শিশুকালে গোপালের কাছে গৌরাঙ্গ একবার কৃষ্ণরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন এখন কৃষ্ণই গৌররূপে দেখা দিলেন দেখাইলেন যে পরস্পরে প্রভেদ মাত্র নাই; দেখাইলেন,—দুইযে এক—অভেদ।

ত্যাগ-স্বীকার।

এই সময়ে বহুলোক গোপাল ভট্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তন্মধ্যে হরিবংশ একজন। আগ্রার নিকটবর্ত্তী একটী অপ্রসিদ্ধ গ্রামে হরিবংশের জন্ম হয় হরিবংশ রাগানুগা মার্গের উপাসক। গোপাল ভট্টের কুটীর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে মান সরোবরে তিনি বাস করিতেন।

অনুরাগী ভক্তকে বিধি প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারে না অনুরাগ যে পথে চালায়, তাঁহারা তৃণের ন্যায় সেই পথেই ভাসিয়া যান; অনুরাগ বিধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে

অনুরাগ নদীর বাণ নদীতে বাণ ডাকিলে পথ অপথ কিছু চায় না, যে কোন পথেই হউক, শীঘ্র শীঘ্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতেই

মাত্র আকাঙ্ক্ষা রাখে অনুরাগী ভক্ত যে কোন উপায়েই হউক, সত্বর অভীষ্ট দেবের প্রীতি সম্মিলনই মাত্র বাঞ্ছা করেন। তাঁহার প্রীত্যর্থে তিনি সকলই করিতে পারেন, কিছুই তাঁহাকে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে পারে না।

একদা কোন একাদশী দিনে হরিবংশ গুরুদেবের নিকট আগমন করেন তাঁহাকে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া গোপাল ভট্ট গোস্বামী কহিলেন—'আজ শ্রীহরি বাসর, তুমি তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছ?'

হরিবংশ উত্তর করিলেন—"ইহা প্রিয়াজির প্রসাদ "

গোস্বামী কহিলেন—"অনুরাগপর্ব্বীয় ব্যবহার বাহ্য জগতে দেখাইয়া, তুমি অনধিকারী জীবদের অপগতি করাইবে। ইহা কি উচিত কার্য্য?'

এই উপলক্ষে হরিবংশ গোপাল ভট্টের ত্যাজ্য হইলেন। যে গোপাল ভট্ট লিখিয়াছেন—

"শ্রীনন্দ সুন্দর মুকুন্দ পদারবিন্দ,
প্রেমামৃতাব্ধি রসওন্দিল মানসা যে
নানার্থ বৃন্দ মহসংক্কতে,
ন চ স্বং তেষাং পদাজ্ঞয়কংসমধুব্রতঃ স্যাং॥"

তিনিই শাস্ত্র মর্য্যাদা ও সদাচার রক্ষার্থ প্রিয়তম শিষ্যকে ত্যাগ করিলেন।

হরিবংশ কি অন্যায় করিয়াছেন? প্রিয়াজী স্বহস্তে যে প্রসাদ দিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ প্রসাদ কে ত্যাগ করিতে পারে? হরিবংশের ন্যায় ভাগ্যবান কে আছেন? একথা কে অস্বীকার করিবেন, ভক্তমালের সহিত ঐক্য হইয়া কে না বলিবেন—

"তাহাতে কিছুই তার দোষ নাহি ছিল।" এই উপলক্ষে গোপাল ভট্টও হরিবংশের উপর মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট কিন্তু সন্তুষ্ট থাকিলে কি হইবে, প্রভু বৈষ্ণব সমাজ সংরক্ষার ভার তাঁহাদের উপর দিয়াছেন। তাঁহারা যদি শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা না করেন, তাঁহারা যদি শাস্ত্রোক্ত বিধি অবহেলা করেন, তবে শাস্ত্র সম্মান আর কে করিবে? তবে পরবর্ত্তী জন তাহা মোটে মানিবেই না। অতএব আন্তরিক অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিলেও (কেবল সদাচার ও শাস্ত্র সম্মানানুরোধে) বাহ্যে হরিবংশ, গোপাল ভট্টের ত্যাজ্য হইলেন

"অন্তরে গোসাঞি, রুষ্ট নাহিক হইল।
বাহ্যে লোক শিক্ষা হেতু, শাসন করিল।"

—ভক্তমালা।

"মর্য্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ"

গোপাল ভট্ট গোস্বামী বীরের ন্যায়, আপন প্রিয়তম শিষ্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা রূপ বেদধর্ম্ম পালন করিলেন গোপাল ভট্ট হরিভক্তিবিলাস-কর্ত্তা, তৎ-কর্ত্তৃক যে বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং তাহাতে কি অনাদর করিতে পারেন? গোপাল ভট্ট তাই আজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়েরে বর্জ্জন করিলেন, কঠোর ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, জগতে সদাচার মাহাত্ম্য শিক্ষা দিলেন।

বৈষ্ণব পাঠক মহাশয়। একবার এই ব্যবহারটি আলোচনা করুন আজ বৈষ্ণব সমাজের এ অধঃপতিত অবস্থায় ইহা আলোচনীয়ই বটে একটু মাত্র উপলক্ষ পাইলেই তাহার

দোহাই দিয়া শাস্ত্র-শাসনে অবহেলা করা হয় ; এই বিবরণ শিথিল সমাজ-চক্ষু উন্মীলিত করুক বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষার জন্যই প্রভুর ইচ্ছানুসারে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎস বচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তত্তদাচরেৎ ॥

গোস্বামী সাক্ষাৎ অনুগ্রহাপেক্ষাও সেই আদেশের অধিক মান্য করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, এই হরিবংশ গোপাল ভট্টের ত্যক্ত হইলেও, তদীয় গুরু প্রবোধানন্দের আশ্রয়ে বৃন্দাবনে মহানন্দে ছিলেন। (গোপালের গমনের পূর্ব্বে প্রবোধানন্দ গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতেছিলেন) ইহাঁদেরই দ্বারা রাগানুগা মার্গীয় ভক্তি জগতে প্রকাশিত হয় দুঃখের বিষয়, একটী বন্য দস্যু ...রংে এই নিষ্কিঞ্চন ভক্তকে বধ করে।

বিরহ-ব্যথা।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইলে সমস্ত জগৎ অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, দিবসেই শিবা অশিব রব করিতে লাগিল, এবং মুহুর্মুহু উল্কাপাতাদি অমঙ্গল ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইল তদনন্তর বৈষ্ণব জগতে যে মহাপ্রলয় বিঘটিত হইল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। অচিরেই নীলাচল, গৌড়, এবং বৃন্দাবন অন্ধকার হইল ;

ঘোরতর অন্ধকার—সে অন্ধকারে এক জন মাত্র ভক্ত, প্রভাত-নক্ষত্রবৎ হীনপ্রভ হইয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদনার্থ জ্বলিতে লাগিলেন

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন অস্ত গেলেন। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী এই আকস্মিক শোকাঘাতে যে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা এস্থলে বলিতে অক্ষম। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে সেই হইতে তাঁহার চক্ষের জল আর থামিল না, সেই হইতে তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস আর মন্দীভূত হইল না।

কি আর গাইব রে।
সৌন্দর্য্য-সাগর, প্রেমের নির্ঝর,
গোপালের দশা রে
রসের সাগর মোর, গোপাল সদায় রে,
বিরহ অনলে জ্বলে যায়
সে দুঃখ দেখিয়া এই প্রাণ বিদরে রে,
ভেবে কিছু না পাই উপায়।
সুন্দর বরণ তার মলিন হয়েছে রে,
আহারাদি করেছে বর্জ্জন
এরূপ দশায় হায় কিরূপে রহিবে রে,
শোক-ভগ্ন শরীরে জীবন
"কোথা দয়াময় মোর শ্রীগৌর সুন্দর রে,
কোথায় স্বরূপ রামরায়।
কোথা গেল সনাতন, শ্রীরূপ আমার রে,
কোথায় শ্রীগদাধর হায়॥'

এই মত খেদে কত বচন ফুকারে রে,
অবশেষে অধৈর্য হয়
এ হীন বৈষ্ণবদাস কান্দিয়া আকুল রে,
বিস্তারিয়া বলিতে নারয়

শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ।

এইরূপে গোপাল ভট্ট গোস্বামী আদি ক্লিষ্ট ও মৃতবৎভাবে বৃন্দাবনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই—মনে তেজ নাই, অভ্যাস মাত্রে নিয়মিত কার্য্য করেন এই প্রকারে কিছু কাল গত হয় অবশেষে ১৪৬৮ শকে চৈতন্যদাসাত্মজ শ্রীনিবাস বৃন্দাবন গমন করেন

এই শ্রীনিবাসের নাম ইতিপূর্ব্বে একবার করা গিয়াছে শ্রীনিবাস দ্বারাই বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়, ইহাঁর দ্বারাই বঙ্গে ভক্তি-বীজ সংরক্ষিত হয়; অদ্বৈত প্রভুর সংকল্প ইহাঁর দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিল বাল্য কালে গোপাল ভট্টকে এক দিন প্রভু ইহাঁরই কথা বলিয়াছিলেন, ইহাঁকেই শিক্ষাদান ও গ্রন্থ প্রদান করিতে গোপালকে বলেন বাল্য কালে গোপালকে যে শক্তি প্রদান করেন, তাহা এই শ্রীনিবাসেই সঞ্চারিত হইয়াছিল; তাহাতেই তিনি জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন, সমস্ত বঙ্গদেশ প্রেম-রসে পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন

শ্রীনিবাসের প্রসঙ্গ, তখন কোন বৈষ্ণবেরই অবিদিত ছিল না। শ্রীনিবাস প্রেমাবতার, তিনি গ্রন্থ প্রচার করিবেন ও গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হইবেন, মহাপ্রভুর কথিত এ সকল

ভবিষ্যৎ কথা সকলেই জানিতেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পৌছিবার পূর্ব্ব রাত্রে শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীনিবাস আসিতেছেন, ভট্ট গোস্বামী তাঁহাকে শিষ্য এবং শ্রীজীব যেন গ্রন্থ সমূহ সমর্পণ করেন

গোপাল ভট্ট এই স্বপ্ন দর্শনে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন শ্রীরূপ ও সনাতন স্বপ্নে তাঁহাদিগকে দর্শন দেন ইহাতেই তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব শোক নবীভূত হইয়া ব্যথিত করিতে লাগিল প্রভাতে শ্রীজীব আসিয়া প্রণামান্তর আপন স্বপ্ন বিবরণ জ্ঞাপন করিলে ভট্ট তাঁহাকে কোলে লইয়া নয়নাসারে সিক্ত করিলেন ও স্বীয় স্বপ্নের কথা কহিলেন এদিকে শ্রীনিবাসও ঠিক সেইরূপই স্বপ্নদৃষ্টে উৎকণ্ঠিত হইলেন। অপিচ তিনি সরকার ঠাকুর, জাহ্নবা ঈশ্বরী ও অন্যান্য সকলের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ভট্ট গোস্বামী তাঁহার গুরু হইবেন, প্রভুর এই আদেশ। যাহা হউক, ঐ দিবস সায়ংকালে তিনি বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকটে আইসেন, শ্রীজীব তাঁহাকে তৎপর দিন গোপাল ভট্টের নিকট লইয়া গেলেন

সনাতনাদির অন্তর্দ্ধানের পর ভট্ট গোস্বামী নির্জ্জনে ধ্যানাবেশে বসিয়া থাকিতেন। কোন কার্য্যেই বড় একটা যোগ দিতেন না, তাঁহার মন ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; তবে প্রভুর ইচ্ছায় জীবন ছিল মাত্র। শ্রীনিবাস ও শ্রীজীব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে—

"শ্রীভট্ট গোস্বামী, বসি আছেন নির্জ্জনে।
নিরন্তর অশ্রু-ধারা, বহে দুনয়নে"

—ভক্তিরত্নাকর।

এই অশ্রুধারাই বৈষ্ণবের শেষ সম্বল প্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসরে এই অশ্রু-মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার গণে কেই বা ইহা আশ্রয় না করিয়াছেন? সেই সময় হইতে ঠাকুর নরোত্তম এবং তাঁহার পরেও আমরা এই অপূর্ব্ব অশ্রুর মহিমা দেখিতে পাই। এ অশ্রুর মাহাত্ম্য অতুলনীয়। হে বৈষ্ণব-বিরহাশ্রো, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও

যাহা হউক, তৎপরে—

"শ্রীনিবাস, শ্রীভট্ট গোস্বামী পানে চাঞা।
হইলা অধৈর্য্য, ভূমে পড়ে লোটাইয়া
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে নেত্রে ধারা বয়
শ্রীজীব দিলেন, শ্রীনিবাস পরিচয়।
যদ্যপি দগ্ধয়ে ভট্ট বিচ্ছেদ-অগ্নিতে।
তথাপি আনন্দ, শ্রীনিবাস নিরখিতে
স্নেহে শ্রীনিবাস মাথে, ধরি শ্রীচরণ
বসিতে কহিল, কহি সস্নেহ বচন॥"—ঐ।

ভট্ট অবগত হইলেন, প্রভু একদা তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণ-বালকের কথা কহিয়াছিলেন, এ সেই বালক প্রভু বলিয়াছিলেন— "নিশ্চয় জানিহ তিহোঁ, শক্তি যে আমার" এ কথা তাঁহার স্মরণ হওয়ায় তিনি বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন

পূর্ব্বে যে "অদ্ভুত কথার" উল্লেখ করিয়াছি, যাহা স্মরণ করিয়া গোস্বামী সান্ত্বনা পাইতেন, প্রভুর সে কথাটি এই—

"গৌড় হৈতে আসিবে এক, ব্রাহ্মণ-কুমার
নিশ্চয় জানিহ তিহোঁ, শক্তি যে আমার"

—কর্ণানন্দ

এই ব্রাহ্মণ-বালককে পাইয়া গোপাল ভট্ট যেন শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে গদগদ বাক্যে বলিলেন—"বাছা ! আমি তোমার আগমন প্রতীক্ষায় বাঁচিয়া আছি শ্রীরূপ সনাতন গিয়াছেন, প্রভুর ভক্তগণ একে একে সকলই অন্তর্হিত, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে বল নাই, এখন মরিলেই বাঁচি এ অবস্থায় কেবল তোমার জন্যই বাঁচিয়া আছি, নতুবা এ জীর্ণ শীর্ণ দগ্ধদেহ ধারণে আর কোন ফল নাই"

"আইস বাপ কোলে আইস, প্রভু তোমার দ্বারা বহু কার্য্য করাইবেন।" গোস্বামী স্নেহভরে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর শ্রীজীব গোস্বামী দীক্ষার বিষয় প্রস্তাব করিলেন তখন সেই জন্য দিবস স্থির হইল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথারীতি তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল

দীক্ষা প্রাপ্তে শ্রীনিবাসের প্রজ্ঞাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, তিনি গুরুতত্ত্ব জ্ঞাত হইলেন, পুলকিতান্তরে তখন তিনি গুরু গোস্বামীর চরণে এই পদটি উপহার দিলেন,—

"তুঁহু গুণমঞ্জরী, রূপে গুণে আগরী,
মধুর মাধুরী গুণধামা।
ব্রজ নব যুব দ্বন্দ্ব, প্রেম সেবা নিরবন্দ,
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা
কি কহিব তুয়া যশ, রহসে তোঁহারি বশ,
হৃদয় নিশ্চয় মবু জানে
আপন অনুগ করি, করুণা কটাক্ষে হেরি,
সেব সম্পদ কর দানে

হোই বামন তনু, চাঁদ ধরিব যনু,
মঝু মনে ইহ অভিলাষে।
এছন কৃপা অতি, তুঁহু সে কেবল গতি,
নিজ গুণে পূরবি আশে
মূর্দ্ধণ্য অঞ্জলি করি, দশনে হ তৃণ ধরি,
নিবেদহুঁ বারহুঁ বারে
শ্রীনিবাস দাস নামে, প্রেম সেবা ব্রজধামে,
প্রার্থই তুয়া পরিবারে "

এই পদ উপলক্ষে, পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস বলিয়াছেন—

শ্রীনিবাস প্রভু গোর—'ভট্ট গোস্বামীরে
শ্রীগুণ মঞ্জরী রূপ বর্ণন আচরে॥"

অর্থাৎ শ্রীনিবাস, গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমতীর সখী গুণমঞ্জরীর স্বরূপভূত বলিয়া বর্ণন করেন

বস্তুতঃ ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তদীয় (সহায়—লীলাপুষ্টি-কারী) শক্তি সমূহেরও তখন আবির্ভাব ঘটে। এই জন্যই গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যথা—

"অনঙ্গ মঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপাল ভট্টকঃ।
ভট্ট গোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী॥"

হিন্দু শাস্ত্রে ভগবান এবং তচ্ছক্তি নিচয়ের এরূপ অবতারণ ভূরি ভূরি সমর্থিত ও স্বীকৃত হইয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই সত্য বহু স্থানে প্রমাণিত হইয়াছে।

যে যাহা হউক, ইহার পর শ্রীনিবাস গ্রন্থ প্রচারের জন্য গৌড় দেশে আগমন করেন। গৌড়ে তৎকর্ত্তৃক ভক্তিমত সংস্থাপিত

বিস্তারিত হয় বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজা শ্রীনিবাসের প্রথম শিষ্য হন। এখান হইতেই নবীন তেজে পুনর্ব্বার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয় এ সমস্ত কাহিনী ভক্তিরত্নাকরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে তাহা পরিত্যক্ত হইল

গোপাল ভট্টের ইহাই জগতের শেষ কার্য্য

শেষ সংবাদ।

যে কার্য্যের জন্য প্রভু ভট্ট গোস্বামীকে রাখিয়াছিলেন, তাহা হইয়া গেল; তখন তিনি নিস্পৃহ ভাবে রাধারমণকে মাত্র লইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভক্তিরত্নাকরের ছত্রে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের আভাস পাওয়া যায়।

"শ্রীগোপাল ভট্ট বসি আছেন নির্জ্জনে
সমর্পিয়া নেত্র মন, শ্রীরাধারমণে
ক্ষণে নিজকৃত পদ্য, পড়য়ে সুস্বরে
শুনিতে সে নামাবলী, কেবা ধৈর্য্য ধরে "

তথাহি তৎকৃতপদ্যং—

"ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ড মণ্ডনবর শ্রীখণ্ড লিপ্তাঙ্গ হে,
বৃন্দারণ্য-পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয়নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ,
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়॥"

ই প্রকারে ভজনে নিমগ্ন-চিত্ত শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী

কয়েক বৎসর এই ধরাধামে বিদ্যমান ছিলেন, সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না; সুতরাং আমরাও এইখানেই তাঁহার পবিত্র জীবনী পরিসমাপ্ত করিলাম। ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য ও লীলামাহাত্ম্য প্রচারেই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয়, তদীয় সুদীর্ঘ জীবনের প্রকাশ্য কয়েকটী ঘটনা মাত্র এ গ্রন্থে থাকিল।

অনন্তর আর একটী কথা বলিবার বাকি আছে। গোপাল ভট্ট গোস্বামী কখন স্বধামে গমন করেন? এ সম্বন্ধে ঠিক উত্তর পাওয়া দুর্ঘট। বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোস্বামীগণের ন্যায় গোপাল ভট্টও দীর্ঘজীবী ছিলেন তাঁহার অন্তর্দ্ধান কাল ১৫০৯।১০ শকাব্দা অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে তাহা হইলে তদীয় জীবনকাল ৮৭ ৮৮ বৎসর হয় কেহ কেহ বলেন ১৫০০ শকাব্দাই তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কাল, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। *

---

* ছাপার চরিতামৃতে গ্রন্থ সমাপ্তির শকাব্দা ১৫৩৭ বলিয়া লিখিত। কিন্তু "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থকার বিবেচনা করেন, ১৫০৫ শকের মধ্যে চরিতামৃত রচিত হয় শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে চরিতামৃতের যে মূলগ্রন্থ আনয়ন করেন, তাহার প্রতিলিপি বিষ্ণুপুরে রাজবাটীতে অদ্যাপি আছে, লিপিকারক শ্রীনিবাস শিষ্য শ্যামাচার্য্য সেই গ্রন্থ শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

'শাকাগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠবৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।

ইহাতে ১৫০৩ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, জানা যায় চরিতামৃত ও বিষ্ণুপুরে পুনঃপ্রাপ্তির (অর্থাৎ চরিতামৃত সমাপ্তির) বহু — বর্ত্তমান ছিলেন, ইহার শত শত প্রমাণ আছে।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে তিরোহিত হন। বৈষ্ণবগণ এ তিথি পরিপালন করিয়া থাকেন।

অনন্তর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত "গোপালভট্ট সূচক" সানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করিতেছি

কৃষ্ণদাস কৃত স্তব-পঞ্চক

নিরবধি-হরিভক্তি খ্যাপনে যস্য শক্তিঃ,
সতত-সদনুভূতির্নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ
প্রভুবরগতিসৌভাগ্যেন বিখ্যাতপট্টঃ,
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামী গোপাল ভট্টঃ ॥
ব্রজভুবি গুণসঙ্কর্ষ্যাখ্যয়া যঃ প্রসিদ্ধঃ,
কলিজন-করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ
মধুর রসবিশেষাহ্লাদ-বিস্তারণায়,
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামী গোপাল ভট্টঃ ॥২
অবিরলগলদশ্রুঃ স্বেদধারাভিরামঃ,
প্রচুরপুলককম্পস্তম্ভউচ্চর্য্য-নাম।
হরি হ হ হ হরীত্যাদ্যক্ষরাদেশাহস্তচেতাঃ,
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামী গোপাল ভট্টঃ ॥৩
ব্রজগত নিজভাবাস্বাদমাস্বাদ্য মাদ্যন্,
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ।
কলিতকলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ,
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামী গোপাল ভট্টঃ ॥৪
বিদিতপদপদার্থং প্রেমভক্ত্যেকসার্থঃ
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।

ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং,
পঠতি ভবতি সোহয়ং মঞ্জরীযূথলীনঃ ॥৫

পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস কৃত পদ্যানুবাদ—

"নিরন্তর হরিভক্তি, কথনে যাঁর শক্তি।
সদা সৎ অনুভব যিহোঁ, বিষয়ে বিরক্তি
মহাপ্রভুর আগমনে, বিখ্যাত যাঁর পাট
কে বুঝিতে পারে, সেই চৈতন্যের নাট ॥
হেন সে সৌভাগ্য যাঁর, কহনে না যায়।
যাঁর গৃহে রহে প্রভু, আনন্দে সদায়
সেই সে গোপালভট্ট, আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর, এই বাঞ্ছা হয়ে ১

বৃন্দাবনে খ্যাতি যিহোঁ শ্রীগুণমঞ্জরী।
সেই সে গোপাল ভট্ট, সমান মাধুরী
কলি-নরে কৃপা করি, হৈলা অবতীর্ণ।
মধুর রস আস্বাদিয়া, করিলা বিস্তীর্ণ
সেই সে গোপাল ভট্ট আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে।২।

অবিরত গলয়ে অশ্রু, যাঁহার নয়নে।
শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদধারা বহে অনুক্ষণে
প্রচুর পুলক কম্প সদা অনিবার
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে, তাতে নামের সঞ্চার ॥
হরে কৃষ্ণ নাম মাত্র, জিহ্বায় উচ্চারিতে।
হহ হহ হহ শব্দ, করে অবিরতে ॥

ইহা বলিতেই যিহোঁ, হয় অচেতন
সেই গোপাল কর মোরে কৃপা নিরীক্ষণ ৩॥
ব্রজের মধুর রসে যাঁহার আস্বাদ
বিতরণ হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥
প্রেমভক্তি বসে যিহোঁ, রহে অনিবার।
আস্বাদন কৈল যিহোঁ, অনেক প্রকার।
আশ্রয় রতি-রস ভেদে যিহোঁ হয় সমর্থ।
তাহাতেই পূর্ণ্য যিহোঁ, কহিল যথার্থ।
এ আদি করিয়া ভট্ট গোস্বামী গুণগণ।
কবিরাজ গোস্বাঞি, তাহা করিলা বর্ণন॥ ৪।৫।

সমাপ্ত।

অথ চরিত্রানুবাদ।

আজি কি আনন্দ হইল।

কাবেরীর তীরে, বেঙ্কটের ঘরে,
সুসন্তান জনমিল।
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী,
যেবা কেহ নিরখিল
নিশ্চয় সে জন, আপন নয়ন,
সুতৃপ্ত সফল কৈল
চন্দ্রকলা প্রায়, শিশু বৃদ্ধি পায়,
ধরায় দ্বিতীয় শশী
ক্রমে খেলা ধুলা, সব তেয়াগিলা,
বিদ্যার আলয়ে পশি
খুল্লতাত হইতে, বিবিধ শাস্ত্রেতে,
অলপে পণ্ডিত হৈলা
পিতৃসহ পরে, নীলাচল পুরে,
ঈশ্বর দর্শনে গেলা।
তার পরে কালে, প্রভুসহ মিলে,
পাইলা বড়ই সুখ
প্রভুর সেবায়, কি ভক্তি দেখায়,
মোহিত সকল লোক
তাঁহার গমনে, বিরহ বেদনে,
বিলুণ্ঠিত হৈল তবে
পরে যুক্তি দানে, ভক্তি পথে আনে,
মায়াবাদী আদি সবে

তবে বৃন্দাবনে, করিল গমনে,
প্রভুর নিদেশ মতে
শ্রীরাধারমণ, বিগ্রহ স্থাপন,
মহিমা ঘোষিল যাতে
তদন্তর মোর, প্রভু নিরন্তর,
বিচ্ছেদে আকুল হৈল
শ্রীগৌর, স্বরূপ, সনাতন, রূপ,
বলি হাহাকার কৈল
সে সব কাহিনী, নাহি যেন শুনি,
বড় দুঃখ হয় তা'য়
বড়ই দয়াল, আমার গোপাল,
কান্দিয়া আকুল হায়।
তার কিছু পরে, শ্রীশ্রীনিবাসেরে,
দীক্ষা মন্ত্র দান করি
যথা সময়েতে, চলে স্বধামেতে,
প্রভুর শ্রীমুখ হেরি।
রাধারমণের শ্রীমন্দিরের,
নিকটে সমাধি তাঁর
সেই সমাধিরে, দণ্ডবৎ করে,
শ্রীবৈষ্ণব দাস ছার॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।